সমাজ দর্শনের স্বরূপ ঃ- (Nature of Social Philosophy)

কোন বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ জানলে তার সর্বাঙ্গীন দিকটি জানা যায়, তাকে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। সমাজদর্শনের অর্থ সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা আমরা সমাজদর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারব। সমাজদর্শনের স্বরূপ তার আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনার প্রকৃতি ও পদ্ধতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই দিক থেকে যদি আমরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি তাহলে সমাজদর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় তা এই রকম ঃ-

প্রথমতঃ সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র ঃ ‘‘সমাজদর্শন’’ এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র হল ‘সমাজদর্শন’। তাই ‘সমাজদর্শন’ ‘সমাজতত্ত্ব’ ও ‘দর্শন’ - জ্ঞানের এই দুই শাখার অর্ন্তভূক্ত। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজদর্শনের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জিসবার্ট (Gisbert) বলেন যে, ‘সমাজদর্শন নামটাই নির্দেশ করে যে, সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র এবং সেজন্য সমাজদর্শনকে জ্ঞানের উভয় শাখার অর্ন্তভূক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে। (“Social Philosophy, as the very name indicates, is the meeting point of sociology, philosophy and may equally belong to both branches of knowledge”) ।

সমাজদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক গিন্সবার্গ (Ginsberg) বলেন, সমাজদর্শনের মূলত দুটি অংশ - ১) বৈচারিক বা যৌক্তিক অংশ (Critical or logical) এবং ২) গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক অংশ (Constructive or synthetic)। গিন্সবার্গের ন্যায় গিস্বার্ট(Gisbert)ও বলেন যে, সমাজদর্শন প্রথমত বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলনীতি ও ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং দ্বিতীয়ত কোন (নৈতিক) আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্যায়ন বা মূল্য বিচার করে। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে সমগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজদর্শন সামাজিক ঘটনা বিচার-বিশ্লষণ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ সমাজদর্শন দর্শনেরই একটি শাখাবিশেষ। তবে দর্শনের এই শাখাটি নতুন ও অত্যাধুনিক। সমাজদর্শন হল সমাজবিষয়ক দার্শনিক আলোচনা। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজদর্শন সামাজিক ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ করে ও তাৎপর্য নির্ণয় করে। আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর পর্যালোচনাই হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজদর্শন যাবতীয় সামাজিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তা ছাড়া সমাজদর্শনের অন্যতম দায়িত্ব হল সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতি ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সামাজিক ঘটনাসমূহের সম্পর্ক নির্ণয় করা। দর্শনশাস্ত্রের রীতিনীতি ও প্রকৃতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেই সমাজদর্শন সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে আবশ্যক উপাদান আহরণ করে এবং সেই সকল তথ্য ও উপাদানসমূহকে দার্শনিক দৃষ্টভঙ্গি থেকে মৌলিক নীতির অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে সুসংহত করার চেষ্টা করে। এইভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন মূলনীতি ও ধারণাসমূহকে চরম তত্ত্বের মাণদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। এইভাবে দর্শনশাস্ত্রের মতই সমাজদর্শন একটি আদর্শ সমাজজীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় প্রদান করে।

তৃতীয়ত ঃ সমাজদর্শনের দুটি দিক ঃ অধ্যাপক গিসবার্টের মতে, সমাজদর্শনের দুটি দিক বর্তমান। এদের একটি হল ১) জ্ঞানগতদিক(Epistemological aspect) এবং অপরটি হল মূল্যসূচক বা আদর্শমূলকদিক(Axiological aspect)। সামাজিক পরিবেশের নিবিড় জ্ঞান অর্জন করাই হল সমাজদর্শনের জ্ঞানগত দিকটির কাজ। সমাজদর্শনের জ্ঞানগত দিকটি সমাজজীবনের মূলনীতি ও ধারণাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে। জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের আলোচনা করাই মূলত জ্ঞানগত দিকটির কাজ। সমাজদর্শন সামাজিক ঘটনাসমূহের দার্শনিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে চায়। তার জন্য দরকার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান। আর সামাজিক পরিবেশের জ্ঞান লাভ করার জন্য আবশ্যক যেটা তা হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা।

সমাজদর্শনের মূল্যগত দিকটি মূল্য সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের পর্যালোচনা করে। জ্ঞানগত দিকটি মৌলিকনীতি ও প্রত্যয়সমূহ পর্যালোচনা করে। মূল্যসূচক দিকটি সংশ্লিষ্ট নীতি ও ধারণাসমুহের যথার্থতা যাচাই করে। আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঘটনাসমূহের মূল্যায়ন করাই হল মূল্যসূচক দিকটির কাজ। এই কারণে মূল্যের প্রকৃতি এবং তা অর্জনের উপায় সম্পর্কে সমাজদর্শনকে অবহিত হতে হয়। সমাজজীবনের পরমমূল্য নির্ধারিত হয় এবং সাথে সাথে তা লাভ করার উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারিত হয় সমাজদর্শনের মূল্যসূচক দিকটির মাধ্যমে। এই মূল্যসূচক দিকটির কারণে সমাজদর্শন সমাজতত্ত্ব বা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

চতুর্থত ঃ তত্ত্বমূলক, সমালোচনামূলক ও সমন্বয়মূলক ঃ সমাজদর্শনের জ্ঞানগত দিকটির পরিপেক্ষিতে আবার তিনটি দিকের কথা বলা হয়। এই তিনটি দিক হল ঃ ১) তাত্ত্বিক দিক (Ontological aspect) ২) সমালোচনামূলক দিক (Criteriological aspect) এবং ৩) সমন্বয়মূলক দিক (Synthetic aspect)। ১) সমাজদর্শনের তত্ত্বমূলক দিক বলতে বোঝায় সমাজজীবনের বিভিন্ন মূল নিয়ম ও প্রত্যয়সমূহের আলোচনা এবং সে সবের তাৎপর্য নির্ণয়। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে মানুষ, সমাজ, সুখ, ন্যায় প্রভৃতি ধারণাসমূহের কথা বলা যায়। ২) সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের স্বীকৃত সত্য, মৌলিক নিয়ম ও সিদ্ধান্তসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিযুক্ততা যাচাই করা হল সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক দিকের দায়িত্ব। ৩) সমাজদর্শনের সমন্বয়মূলক দিক বলতে বোঝায় অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তের সংযোগ স্থাপন। এই সংযোগ সাধনের কাজকে সমাজদর্শন দার্শনিক স্তরে উন্নীত করেছে।

পঞ্চমত ঃ সমালোচনামূলক বা যৌক্তিক এবং গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক ঃ সমাজবিজ্ঞানী মোরিস গিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) সমাজদর্শনের দুটি দিকের কথা বলেছেন যথা - ক) সমালোচনামূলক বা যৌক্তিক দিক (Critical or Logical aspect) এবং খ) গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক দিক (Constructive or Synthetic aspect)। ক) সমাজদর্শনের প্রথম দিকটিতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে অপসৃত বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের ন্যায্যাতা ও বৈধতার বিচার-বিশ্লেষণই সমাজদর্শনের এই দিকটির দায়িত্ব। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে সামাজিক পরিবর্তনের আলোচনা থাকে। এদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় সমাজদর্শনে। খ) সমাজদর্শনের দ্বিতীয় দিকটিতে আলোচনা করা হয় সামাজিক আদর্শের সত্যতা সম্পর্কে। সমাজদর্শনের গঠনমূলক ও সমন্বয়মূলক দিকটির দায়িত্ব হল সমাজজীবনের সমস্যাসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে করা।

ষষ্ঠত ঃ সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ ঃ সমাজদর্শন হল একটি আদর্শনিষ্ঠ সামাজিক বিজ্ঞান। সাধারণতঃ সামাজিক বিজ্ঞান দু-ধরনের হয় - ১) বস্তুনিষ্ঠ ২) আদর্শনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক বিজ্ঞান প্রকৃতিগতভাবে বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক। বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক বিজ্ঞানে আদর্শের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ের মূল্যমান বিচার-বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদির কথা বলতেই পারি। অপরদিকে আদর্শনিষ্ঠ সামাজিক বিজ্ঞানে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সমাজদর্শন হল আদর্শনিষ্ঠ।

সমাজদর্শনের আলোচনায় সামাজিক আদর্শ নির্ধারিত হয়। সমাজদর্শনের মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয় ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের কল্যাণের আদর্শ। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যয় ও পদ্ধতির আদর্শ নির্ধারণ করে সমাজদর্শন। সমাজদর্শনের গঠনমূলক দিকের মূল বিষয় হল বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, আচার-আচরণ ও আদর্শের মূল্যায়ন। আর এই জন্যই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) তাঁর Outlines of Social Philosophy শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, ‘‘Social philosophy ….. means mainly the effort to study values, ends ideals.’’ অর্থাৎ সমাজদর্শন মূল্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শের আলোচনা করে; কি আছে, ছিল বা থাকতে পারে তার আলোচনা নয়, আলোচনা করে এ সব থাকার মূল্য ও তাৎপর্য। সমাজদর্শনে আদর্শ বা উদ্দেশ্যের সত্যতা বিচার-বিশ্লষণ করা হয়।

সপ্তমতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞান ঃ এক দিক থেকে সমাজদর্শনকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা যায়। ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানকে বোঝায়। অপরদিকে নিছক তাত্ত্বিক আলোচনাকে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বলে। সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক দিক আছে। আবার আর এক অর্থে সমাজদর্শনকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যায়। ব্যক্তি-মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ওপর সমাজদর্শনের সরাসরি কোন প্রভাব নেই এ কথা ঠিক। কিন্তু সমাজজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে সমাজদর্শনের সদর্থক অবদান অনস্বীকার্য।

সামাজিক কল্যাণের আদর্শ সমাজদর্শন নির্ধারণ করে। প্রয়োজনীয় পথ-নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে সমাজদর্শন ব্যক্তিবর্গের সামাজিক আচরণকে আদর্শমূখী করে তোলে। সমাজদর্শন অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস (Hobhouse) - এর অভিমত অনুযায়ী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার সামঞ্জস্যযুক্ত পরিপূর্ণতার ধারণাকে সমাজদর্শন তুলে ধরে। সাথে সাথে তা অর্জনের উপায় সমূহও সমাজদর্শন অন্বেষণ করে। এ সবের উদ্দেশ্য হল মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনকে শুনিশ্চিত করা। হবহাউস তাঁর Elements of Social Justice নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘A conception of the harmonious fulfillment of human capacity as the substance of happy life.’’

সিদ্ধান্ত ঃ সামগ্রিক বিচারে সমাজদর্শন বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও তথ্যাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সমাজদর্শন যে সমস্ত মৌলিক আদর্শ সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চায়, সেগুলি ন্যায়সঙ্গত হওয়া আবশ্যক। স্বভাবতই সমাজদর্শন নীতিশাস্ত্রের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে। মনোবিদ্যা বিশেষত সমাজ-মনোবিদ্যার কাছ থেকে সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক জীবন ধারার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু ও বিভিন্ন তথ্য আহরণ করে। সংশ্লিষ্ট তথ্য সমূহের ভিত্তিতে সমাজদর্শন মানবসমাজের মৌলিক আদর্শসমূহ নির্ধারণ করে। এই কারণে সমাজদর্শন একাধারে বিশ্লেষণধর্মী ও সংশ্লেষণধর্মী। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতিসমূহের সত্যতা, প্রকৃতি প্রভৃতি সমাজদর্শন বিচার-বিশ্লেষণ করে। আবার সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তসমূহকে সংশ্লেষণ করে। এইভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজদর্শন সমাজের স্বরূপ নির্ধারণ করে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ